

মে-দিনের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

[কবি-পরিচিতি : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে ভারতের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো : পদাতিক, অগ্নিকোণ, চিরকুট। তাঁর অনূদিত কাব্যগুলো হলো 'নাজিম হিকমতের কবিতা', 'পাবলো নেরুদার কবিতাওচ্ছ'। চিন্তা-চেতনায় ও লেখনিতে তিনি মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে ধারণ করতেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলো হলো : আকাদেমি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার। তিনি ২০০৩ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।]

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সৈঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরা বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগ পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য - পৃথিবীতে ধনীরা আরাম-আয়েশে থাকে। গরিবেরা, বঞ্চিতরা কষ্টে থাকে। কবি চান ধনী-গরিবের ভেদ দূর হোক। কিন্তু তার জন্য দরিদ্ররা-শোষিত বঞ্চিতরা সচেতন না হলে শোষণ থেকে তারা মুক্তি পাবে না। তার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে। তাই 'ফুল খেলা' অর্থাৎ অসচেতনভাবে চলতি আনন্দে গা-ভাসিয়ে দেয়াটা শোষিত-বঞ্চিতের জন্য উচিত হবে না। অদ্য- অর্থাৎ বর্তমানটা ভীষণ কষ্টের। তাই কবি তাদের সচেতন হতে এবং সংগ্রাম করতে বলেছেন।

সেঁকে	- ভেজে।
সাইরেন	- বিপদ সংকেত।
শতাব্দী	- শত অদ বা শত বৎসর।
লাঞ্ছিত	- নিপীড়িত, অত্যাচারিত।
আর্ত	- পীড়িত।
বার্তা	- খবর।
যৌবন আত্মা	- বলিষ্ঠ আত্মা; সাহস আছে এমন তরুণ।

পাঠ-পরিচিতি: 'মে দিনের কবিতা' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদ্যাত্মক কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রোমান্টিকতার পথ পরিহার করে সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে কবিতায়। ফুল খেলা আর বিলাসী জীবন যাপনের দিন আর নেই। এখন সকলকে এগিয়ে আসতে হবে সংগ্রামের পথে। সে-পথ কঠিন, সে-পথ দুর্গম, বড় বেশি কঠোর। তবু কবি সে-পথেই আহ্বান জানিয়েছেন তার প্রিয় মানুষকে। শোষণ-নির্যাতক-অত্যাচারীর হাত থেকে মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে এ কবিতায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-নির্মম শোষণ চলেছে, আজ তা প্রতিহত করার দিন এসেছে। তাই কবি মুক্তির পথে, সংগ্রামের পথে সকলকে একাত্ম হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। মে দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ধ্বংসের মুখোমুখি' বলতে বোঝানো হয়েছে —

- i. নিঃশেষ হওয়া
- ii. মৃত্যুবৎ বেঁচে থাকার অবস্থা
- iii. মৃত্যুকে জয় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

মৃত্যুর ভয়ে ভীর্ণ বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

২. 'ভীর্ণ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে

- i. ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা
- ii. ভয় পাওয়া অবস্থা
- iii. কাপুরুষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

৩. 'পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে—

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ক. নিজেদের টিকে থাকার সংগ্রাম | খ. অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান হওয়া |
| গ. যুদ্ধে কাঁপিয়ে পড়া | ঘ. মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া |

৪. জাতি আজ কীসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে?

- | | |
|-------------------|----------------|
| ক. কাঠফাটা রোদের | খ. চিমনির মুখে |
| গ. যুদ্ধের সজ্জার | ঘ. ধ্বংসলীলার |

৫. প্রতি নিঃশ্বাসে লজ্জা আনে—

- i. দীর্ঘ দিনের লাঞ্ছিত আত্মের কান্না
- ii. মৃত্যুর ভয়ে চূপ-চাপ বসে থাকা
- iii. যুদ্ধের সজ্জা খুঁজে না পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

হে মহাজীবন আর এ কাব্য নয়

এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো

পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক

গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো

ক. 'কান্তে' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধবংসের মুখোমুখি আমরা,'— দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে 'মে-দিনের কবিতার' কোথায় মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো'— উক্তিটি 'মে-দিনের কবিতা'র আলোকে ব্যাখ্যা কর।